সূচনাকথা

‘‘আমার জন্য একটুখানি কবর খোঁড়ো সর্বসহা
লজ্জা লুকোই কাঁচা মাটির তলে—
গোপন রক্ত যা-কিছুটুক আছে আমার শরীরে, তার
সবটুকুতেই শস্য যেন ফলে।
কঠিন মাটির ছোঁয়া বাতাস পেয়েছি এই সমস্ত দিন—
নীচে কি তার একটুও নয় ভিজে?
ছড়িয়ে দেব দু-হাতে তার প্রাণাঞ্জলি বসুন্ধরা,
যেটুকু পাই প্রাণের দিশা নিজে।

ক্ষীণায়ু এই জীবন আমার ছিল শুধুই আগলে রাখা
তোমার কোনো কাজেই লাগে নি তা—
...
নিবেই যখন গেলাম আমি, নিবতে দিয়ো হে পৃথিবী
আমার হাড়ে পাহাড় করো জমা—
মানুষ হবার জন্য যখন যজ্ঞ হবে, আমার হাড়ে
অস্ত্র গোড়ো, আমায় কোরো ক্ষমা।’’[১]

সকল অহংকার বিসর্জন দিয়ে অথবা নিজের নিজেকে উৎসর্গ করে না-আমির সঙ্গে অবিরাম যোগ— যোগাযোগ-গ্রহণকথার নিরহং বেদনাময় উচ্চারণের উজ্জ্বল আলোর নাম শঙ্খ ঘোষ। প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁর ছেলেবেলা কেটেছে সাইরেনের শব্দে— যুদ্ধ-বিপ্লবের যন্ত্রণাকাতর অনুভবে, বোম-বারুদ-আগুনের শব্দ-তাপে-মৃত্যুতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা-সমাপ্তিতে অর্থাৎ আক্রমণ এবং প্রতি-আক্রমণে, ধ্বংস-দখল-মৃত্যু পুনরায় ধ্বংস-দখল-মৃত্যু-ক্ষয়ে; পরাধীন অবস্থা থেকে খণ্ডিত স্বাধীনতায়— উদ্বাস্তু হয়ে, খাদ্য-আন্দোলন, মৃত্যু-ক্ষয় দেখে। অতঃপর তাঁর চলা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের হঠকারিতা-ক্ষয়-ক্ষতি-নির্বাচন এবং পুনরায় নির্বাচন ও ভাঙন-গড়ন অন্ধকার-আলোয়। কবি শঙ্খ ঘোষের সংক্ষিপ্তাকারে জীবনপঞ্জি-কৃতি এই—

১৯৩২ ৫ ফেব্রুয়ারি (১৩৩৮, মাঘ ২২) ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান)-এর মাতুলালয়ে জন্ম। পৈতৃক বাসস্থান বরিশাল জেলার বাণরিপাড়া (বর্তমান বাংলাদেশ)। বাবা— মণীন্দ্রকুমার ঘোষ (১৮৯৮-১৯৮৯), মা— অমলাবালা ঘোষ (১৯০৫-১৯৯৩)।

১৯৪৩ পাবনা জেলার পাক্‌শি চন্দ্রপ্রভা বিদ্যাপীঠ-এ একেবারে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন— শৈশব

শিক্ষা শুরু হয়েছিল বাড়িতে। স্কুলে প্রধান শিক্ষক ছিলেন— মণীন্দ্রকুমার ঘোষ (বাবা)।

১৯৪৬ বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদের আদ্যভারতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

১৯৪৭ পাবনা জেলার পাক্‌শি চন্দ্রপ্রভা বিদ্যাপীঠ থেকে প্রবেশিকা (ম্যাট্রিকুলেশন) পরীক্ষায় পাঁচটি বিষয়ে 'লেটার' পেয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ— সরকারী বৃত্তিসহ।

১৯৪৯ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই. এ. (এইচ. এস.) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ— সরকারী বৃত্তিসহ।

১৯৫১ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ— প্রেসিডেন্সি কলেজ।

১৯৫৩ 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার প্রথম কবিতা 'দিনগুলি রাতগুলি' প্রকাশিত। বিশেষ দ্রষ্টব্য হিসেবে বলা ভাল যে, তাঁর প্রথম কবিতা 'কবর'।

১৯৫৪ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. (বাংলা) উত্তীর্ণ— প্রথম বিভাগে প্রথম।

১৯৫৫ লিভ ভ্যাকান্সিতে অধ্যাপনা কর্মে যোগ— বঙ্গবাসী কলেজ (আগস্ট-সেপ্টেম্বর)। মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর কলেজে অধ্যাপনা কর্মে যোগদান (নভেম্বর)।

১৯৫৬ কিশোরপাঠ্য জীবনী 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থের প্রকাশ। বহরমপুর গার্লস কলেজে যোগদান। সহপাঠিনী শ্রমতী প্রতিমা বিশ্বাসের (ডাকনাম ইভা) সঙ্গে বিবাহ। প্রথম কাব্যগ্রন্থ ''দিনগুলি রাতগুলি'' প্রকাশ।

১৯৫৭ কলকাতার সিটি কলেজে (আর্মহাস্ট স্ট্রিট শাখা) যোগ। বড়ো মেয়ে শ্রাবন্তী (ডাকনাম মিঠি)-র জন্ম।

১৯৬৩ বাংলা ভাষায় বিশ্বকবিতা সংকলন ''সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত'' গ্রন্থের প্রকাশ। সহসম্পাদক— অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত।

১৯৬৪ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক 'ভারতকোষ' গ্রন্থের প্রকাশ। সহসম্পাদকবৃন্দের অন্যতম।

১৯৬৫ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ— বাংলা বিভাগে।

১৯৬৭ এক ফর্মার ''এখন সময় নয়'' কবিতা পুস্তিকার প্রকাশ। ''নিহিত পাতালছায়া'' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ ''এখন সময় নয়'' অন্তর্ভুক্ত। আমেরিকার আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিয়েটিভ রাইটিং প্রোগ্রামে আমন্ত্রিত হয়ে প্রথম বিদেশ যাত্রা।

১৯৬৮ আয়ওয়ায় কর্মসূচি শেষ করে দিশে ফিরে আসেন।

১৯৬৯ ''কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক'' প্রবন্ধগ্রন্থের প্রকাশ। ছোটো মেয়ে সেমন্তী (টিয়া)-র জন্ম।

১৯৭০ 'শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা' সংকলনের প্রকাশ।

১৯৭১ ''নিঃশব্দের তর্জনী'' প্রবন্ধ গ্রন্থের প্রকাশ। ''ছন্দের বারান্দা'' প্রবন্ধ গ্রন্থের প্রকাশ।

১৯৭২ ''আদিম লতাগুল্মময়'' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ। ''সকালবেলার আলো'' কিশোর উপন্যাস গ্রন্থের প্রকাশ। দীর্ঘবাদন রেকর্ডে নিজের কবিতা পড়েছেন (প্রতিশ্রুতি, সুন্দর, ভিড়)।

১৯৭৩ ''সতীনাথ গ্রন্থাবলী'' প্রথম খণ্ডের প্রকাশ। সহসম্পাদক—নির্মাল্য আচার্য। ''সতীনাথ গ্রন্থাবলী'' দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ। সহসম্পাদক —নির্মাল্য আচার্য। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর লেখা স্প্যানিশ ভাষার গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, ''ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ'', ভূমিকা অনুবাদ অনুষঙ্গ লেখেন শঙ্খ ঘোষ।

১৯৭৪ ''সতীনাথ গ্রন্থাবলী'' তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ। সহসম্পাদক—নির্মাল্য আচার্য। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর পদে কাজ করেছেন। ''মুর্খ বড়ো, সামাজিক নয়'' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ।

১৯৭৫ ''সতীনাথ গ্রন্থাবলী'' চতুর্থ খণ্ড প্রকাশ। সহসম্পাদক— নির্মাল্য আচার্য।

১৯৭৬ কাব্যগ্রন্থ ''বাবরের প্রার্থনা''-র প্রকাশ। নক্ষত্র পুরস্কার প্রাপ্তি।

১৯৭৭ ''মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়'' কাব্যগ্রন্থের জন্য দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নরসিংহ দাস পুরস্কার প্রাপ্তি। ''বাবরের প্রার্থনা'' কাব্যগ্রন্থের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্তি। বইমেলায় মিনিবুক /২০টি কবিতা সংকলনের প্রকাশ।

১৯৭৮ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর পদে কাজ করেন। ''তুমি তো তেমন গৌরী নও'' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ।

১৯৭৯ কিউবার কবিতার বঙ্গানুবাদ, ''নিকোলাস গ্যিয়েনের চিড়িয়াখানা ও অন্যান্য কবিতা''।

১৯৮০ ''পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ'' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ। ''এ আমির আবরণ'' প্রবন্ধ গ্রন্থের প্রকাশ। কুন্তক ছদ্মনামে লেখা কিশোর পাঠকদের জন্য বানান বিষয়ক গ্রন্থ, ''শব্দ নিয়ে খেলা''; ''কবিতাসংগ্রহ'' সংকলনের প্রকাশ। আলোচ্য সংকলনে ''পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ'' কাব্যগ্রন্থ পর্যন্ত অর্ন্তভুক্ত।

১৯৮১ ''উর্বশীর হাসি'' প্রবন্ধগ্রন্থের প্রকাশ।

১৯৮২ ''শব্দ আর সত্য'' প্রবন্ধগ্রন্থের প্রকাশ। ''নির্মাণ আর সৃষ্টি'' প্রবন্ধ গ্রন্থের প্রকাশ। ''প্রহরজোড়া ত্রিতাল'' কাব্যগ্রন্থের জন্য ত্রিবান্দ্রমের কুমারন আসান পুরস্কার প্রাপ্তি।

১৯৮৩ বইমেলায় ছোটোদের জন্য ছড়া সংকলন ''রাগ করো না রাগুনি'' প্রকাশ।

১৯৮৪ ''মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে'' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রাইটার ইন রেসিডেন্স প্রকল্পে যোগ দান। ''বন্ধুরা মাতি তরজায়'' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ। ''কল্পনার হিস্টিরিয়া'' প্রবন্ধগ্রন্থের প্রকাশ।

১৯৮৫ ''জার্নাল'' গ্রন্থের প্রকাশ।

১৯৮৬ বইমেলায় ''ঘুমিয়ে পড়া অ্যালবাম'' স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থের প্রকাশ। ''হয়বদন''— গিরিশ কারনাডকৃত ইংরেজি থেকে শঙ্খ ঘোষের বঙ্গানুবাদ গ্রন্থের প্রকাশ। অনুবাদ কবিতার সংকলন ''বহুল দেবতা বহু স্বর'' গ্রন্থের প্রকাশ। 'কবি অরুণ মিত্র' সংকলন গ্রন্থের প্রকাশ। সহসম্পাদক— অরুণ সেন। গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন শঙ্খ ঘোষ।

১৯৮৭ ''কবিতার মুহূর্ত'' প্রবন্ধ গ্রন্থের প্রকাশ। ''ধুম লেগেছে হৃৎকমলে'' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ। ''সব কিছুতেই খেলনা হয়'' ছোটোদের জন্য ছড়া সংকলন। শিমলার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব

অ্যাডভান্সড স্টাডি, পোয়েট ইন রেসিডেন্স প্রকল্পে একবছরের জন্য যোগদান।

১৯৮৯ ''কবিতালেখা কবিতাপড়া'' প্রবন্ধগ্রন্থের প্রকাশ। ''ধুম লেগেছে হৃৎকমলে'' গ্রন্থের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্তি। নির্যাতিত ও অসহায় মেয়েদের সম্মানজনক পুনর্বাসনের জন্য পুরস্কার মূল্য শিবশঙ্কর চক্রবর্তীকে প্রদান।

১৯৯০ রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষপদ ছেড়ে দেন। ফিরে আসেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। 'সুপুরিবনের সারি' কিশোরপাঠ্য উপন্যাস গ্রন্থের প্রকাশ। আলোচ্য উপন্যাসটি 'সকালবেলার আলো' গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্যায়।

১৯৯১ ''কবিতাসংগ্রহ-২'' সংকলনের প্রকাশ—''পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ'' থেকে ''ছন্দের ভিতরে এত অন্ধকার'' পর্যন্ত গৃহীত। ''আমনধানের ছড়া'' গ্রন্থের প্রকাশ।

১৯৯২ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণ। অসমের কমলাকুমারী ফাউণ্ডেশন থেকে 'সাহিত্য সংস্কৃতির' জন্য 'কমলকুমারী ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড ফর কালচার' প্রাপ্তি! টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট কর্তৃক রবীন্দ্রতত্ত্বচার্য উপাধি প্রদান।

১৯৯৩ ''লাইনেই ছিলাম বাবা'' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ। ''ছন্দোময় জীবন'' প্রবন্ধগ্রন্থের প্রকাশ। হে চির নতুন (রবীন্দ্ররচনা-সংকলন) প্রকাশ। ''কথা নিয়ে খেলা'' ছোটোদের জন্য লেখা প্রবন্ধের সংকলন, পত্রিকায় প্রকাশের সময় 'কুম্ভক' ছদ্মনামে লিখেছিলেন— গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় স্বনাম ব্যবহার করেছেন।

১৯৯৪ ''গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ'' গ্রন্থের প্রকাশ। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্রের উদ্যোগে কাননবিহারী বক্তৃতামালা প্রদান। তাঁর সেই লিখিত ভাষণের শিরোনাম যথাক্রমে লেখক, লেখা এবং পাঠক। তাঁর তিনদিনের বক্তৃতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ''কবির অভিপ্রায়'' নামে। প্রবন্ধগ্রন্থ ''এখন সবই অলীক'' প্রকাশ। বইমেলা 'শঙ্খ ঘোষের নির্বাচিত প্রেমের কবিতা' সংকলন গ্রন্থের প্রকাশ।

১৯৯৫ ''প্রহরজোড়া ত্রিতাল'' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ। ভারতীয় ভাষা পরিষদ কর্তৃক স্বর্ণাঞ্চল পুরস্কার প্রদান। বইমেলা ''রক্তকল্যাণ'' (অনুবাদ) নাট্যগ্রন্থের প্রকাশ। মূল রচনা গিরিশ কারনাড।

১৯৯৬ কলিকাতা পুস্তকমেলা ''আমন যাবে লাট্টু পাহাড়'' ছড়া সংকলনের প্রকাশ। ''বইয়ের ঘর'' প্রবন্ধগ্রন্থের প্রকাশ। ''শবের উপর শামিয়ানা'' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ। হায়দ্রাবাদের জেসুয়া ফাউণ্ডেশন কর্তৃক প্রদত্ত হয় 'জেসুয়া পুরস্কার' গ্রহণ। ''এই সময় ও জীবনানন্দ'' (সম্পাদিত) সংকলন গ্রন্থের প্রকাশ।

১৯৯৭ ''কবির বর্ম'' প্রবন্ধ পুস্তিকার প্রকাশ।

১৯৯৮ ''সময়ের জলছবি'' প্রবন্ধগ্রন্থের প্রকাশ। ''ছোট্ট একটা স্কুল'' স্মৃতিকথামূলক কিশোর গ্রন্থের প্রকাশ। মধ্যপ্রদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত হয় কবীর সম্মান। ''কবিতার মুহূর্ত'' গ্রন্থের জন্য

'শিরোমণি পুরস্কার' প্রাপ্তি। ''গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ'' কাব্যগ্রন্থের জন্য কে কে বিড়লা ফাউণ্ডেশন কর্তৃক প্রদত্ত হয় 'সরস্বতী সম্মান'। এই পুরস্কারের পাঁচ লক্ষ অর্থমূল্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রদান।

১৯৯৯ ''ছন্দের ভিতরে এত অন্ধকার'' গ্রন্থের প্রকাশ। 'ইশারা অবিরত'' প্রবন্ধগ্রন্থের প্রকাশ। ''রক্তকল্যাণ'' অনুবাদগ্রন্থের জন্য সাহিত্য অকাদেমি কর্তৃক অনুবাদ পুরস্কার প্রদান। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক দেশিকোত্তম উপাধি প্রদান।

২০০০ ''এই শহরের রাখাল'' প্রবন্ধগ্রন্থের প্রকাশ।

২০০২ 'শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ-১' সংকলনের প্রকাশ। সংকলিত বই— ''বইয়ের ঘর'', ''এখন সব অলীক'', 'ইছামতীর মশা''। 'শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ-২' সংকলনের প্রকাশ। সংকলিত বই— ''কবিতার মূহূর্ত'', ''ঘুমিয়ে পড়া অ্যালবাম'', ''জার্নাল'', ''সময়ের জলছবি''। 'ইছামতীর মশা'' ভ্রমণকাহিনির প্রকাশ। 'শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ-৩' সংকলনের প্রকাশ। সংকলিত বই— ''নিঃশব্দের তর্জনী'', ''শব্দ আর সত্য'', ''কবির বর্ম'', ''ছন্দের বারান্দা''। 'শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ-৪' সংকলনের প্রকাশ। সংকলিত বই— ''এই শহরের রাখাল'', ''ঐতিহ্যের বিস্তার'', 'ইশারা অবিরত''। 'শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ-৫' সংকলনের প্রকাশ। সংকলিত বই— ''কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক'', 'উর্বশীর হাসি'', ''ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ''। 'শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ-৬' সংকলনের প্রকাশ। সংকলিত বই— ''কবির অভিপ্রায়'', ''এ আমির আবরণ'', ''নির্মাণ আর সৃষ্টি''। ''বড়ো হওয়া খুব ভুল' ছোটোদের ছড়ার বই-এর প্রকাশ। ''দামিনীর গান'' প্রবন্ধ গ্রন্থের প্রকাশ।

২০০৩ 'শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ-৭' সংকলনের প্রকাশ। সংকলিত বই— ''ছন্দোময় জীবন'', ''দামিনীর গান'', ''কল্পনার হিস্টিরিয়া''। সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গঙ্গাধর মেহের জাতীয় পুরস্কার প্রদান। ''ওরে ও বায়নাবতী'' ছোটোদের বই-এর প্রকাশ।

২০০৪ ''জলই পাষাণ হয়ে আছে'' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ। হলদিয়া উৎসব কমিটি কর্তৃক অন্নদাশঙ্কর রায় স্মৃতি পুরস্কার প্রদান। শরৎ স্মৃতি সমিতি কর্তৃক শরৎ স্মৃতি পুরস্কার প্রদান। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ত কর্তৃক সাম্মানিক ডি.লিট. প্রদান।

২০০৫ বইমেলায় ''বল্ তো দেখি কেমন হতো'' ছোটোদের ছড়ার বইয়ের প্রকাশ।

২০০৬ ''সামান্য অসামান্য'' প্রবন্ধ সংকলনের প্রকাশ। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাম্মানিক ডি.লিট. প্রদান।

২০০৭ কলকাতা বইমেলায় ''ছেঁড়া ক্যাম্বিসের'' ব্যাগ প্রবন্ধ সংকলনের প্রকাশ। এপ্রিল ৩ শিশির মঞ্চে ষষ্ঠ প্রণবেশ সেন স্মারক বক্তৃতা প্রদান। প্রণবেশ সেন স্মারক বক্তৃতা ''অন্ধের স্পর্শের মতো'' পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

২০০৮ 'এক বক্তার বৈঠক : শম্ভু মিত্র' (সংগ্রাহক— শঙ্খ ঘোষ) গ্রন্থের প্রকাশ।

২০০৯ ''মুখজোড়া লাবণ্যে'' অগ্রন্থিত সংকলন গ্রন্থের প্রকাশ। কবির সাতাত্তরতম জন্মদিনে সংকলনটি প্রস্তুত করেছেন সম্পাদকমণ্ডলী— সুতপা ভট্টাচার্য, অনুরাধা মহাপাত্র, সেমন্তী ঘোষ, অশ্রুকুমার শিকদার, তারাপদ আচার্য, মানসকুমার কুণ্ডু , ভবেশ দাশ, গৌতম সেনগুপ্ত, অভীক মজুমদার। ''অবিশ্বাসের বাস্তব'' (প্রথম তালপাতা সংস্করণ) প্রকাশ।

২০১০ ''ইরাকি কবিতার ছায়ায়'' (অনুবাদ কবিতা)। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সান্মানিক ডি.লিট প্রদান। ''শহর পথের ধুলো'' স্মৃতিকথামূলক গদ্যগ্রন্থের প্রকাশ।

২০১১ ''আরোপ আর উদ্‌ভাবন'' প্রবন্ধ সংকলের প্রকাশ। ''বটপাকুড়ের ফেনা'' স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থের প্রকাশ। ''কথার পিঠে কথা'' সাক্ষাৎকার সংকলন প্রকাশ। ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' সম্মানপ্রাপ্তি।

২০১২ ''ইকবাল'' থেকে অনুবাদ কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ। শিশিরমঞ্চে কুমার রায়ের জন্মদিনের কুমার রায় স্মারক বক্তৃতা প্রদান। ''প্রতি প্রশ্নে কেঁপে ওঠে ভিটে'' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ।

২০১৩ 'শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ-৮' গ্রন্থের প্রকাশ। সংকলিত বই— ''ইছামতীর মশা'', ''সামান্য অসামান্য'', ''ছেঁড়া ক্যাম্বিসের ব্যাগ''। গত বছর প্রদত্ত কুমার রায় স্মারক বক্তৃতা ''জানার বোধ'' পুস্তিকার প্রকাশ।

২০১৪ ''হওয়ার দুঃখ'' বইয়ের প্রকাশ। ডায়েরি গ্রন্থ— ''আয়ওয়ার ডায়েরি'' এবং কাব্যগ্রন্থ— ''বহুস্বর স্তব্ধ হয়ে আছে'' ও গদ্যগ্রন্থ— ''দেখার দৃষ্টি'' প্রকাশ।

২০১৫ ''শুনি শুধু নীরব চিৎকার'' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ। 'শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ-৯' সংকলনের প্রকাশ। সংকলিত বই— ''দেখার দৃষ্টি'', ''হওয়ার দুঃখ'', ''ভিন্ন রুচির অধিকার'', ''আরোপ আর উদ্‌ভাবন''।

২০১৬ ''অল্পস্বল্প কথা'' গদ্যগ্রন্থের প্রকাশ। 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার প্রাপ্তি।

২০১৭ ''অগ্রন্থিত শঙ্খ ঘোষ'' গ্রন্থের প্রকাশ। ''নিরহং শিল্পী'' গদ্যগ্রন্থের প্রকাশ।

২০১৮ 'শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ-১০' সংকলন গ্রন্থের প্রকাশ। সংকলিত বই— ''নিরহং শিল্পী'', ''বটপাকুড়ের ফেনা'', ''অল্পস্বল্প কথা''। ''এও এক ব্যথা-উপশম'' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ।

পঞ্চাশের দশকে বাংলা কবিতা নতুনভাবে পথ চলতে শুরু করে— শুরু হয় আত্মনির্ভর আধুনিকতার। এই আধুনিকতায় নিজস্বপথ নির্মাণ করে শঙ্খ ঘোষ বাংলা কবিতায় একটি স্বতন্ত্র স্থান অর্জন করেছেন— বাংলা কবিতার ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করে। আলোচ্য শঙ্খ ঘোষকে কেন্দ্রস্থান ধরে বাংলা কবিতার পরম্পরায় অর্থাৎ ঐতিহ্যে আলো ফেললে দেখা যায় 'চর্যাপদ'-এর প্রমুখ কবি, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কাশীরাম, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র এবং মুধুসূদন দত্ত, বিহারীলাল চক্রবর্তী ও বিশ শতকের তিরিশ চল্লিশের দশকের কবিদের কবিতা। প্রকৃতপ্রস্তাবে 'চর্যাপদ'-এর প্রমুখ

কবি, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কাশীরাম এবং মধুসূদন দত্ত, বিহারীলাল চক্রবর্তী— কবিগণের কাব্যচেতনার উত্তরাধিকার সাধারণভাবে শঙ্খ ঘোষের কাব্যজগতে খুব ক্রিয়াশীল ভূমিকা নিয়ে নেই। তবে রোম্যান্টিক কাব্যে মানুষের যে 'মর্জি' কাজ করেছে, সেই 'মর্জি' অর্থাৎ রোম্যান্টিক ঐতিহ্য শঙ্খ ঘোষের কবিতাতেও বহমান। এই উত্তরাধিকারবোধ ঐতিহ্যের প্রতি গভীর ধ্যান ও স্বীকৃতি তাঁকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। ঐতিহ্য শুধুমাত্র অতীত নিয়ে গঠিত হয় না, ঐতিহ্য সাম্প্রতিকের সঙ্গেও যুক্ত। এই বোধ সঞ্চারিত হলে একজন কবি বা লেখক শুধুমাত্র তার সমসময়ের চেতনা নিয়ে লেখেন না, তিনি লেখেন তাঁর ভাষা-সাহিত্যের অস্তিত্বের অনুভব দিয়ে অর্থাৎ তাতে থাকে বিশ্বসময় বা মানব সময়ের বোধ। আর এই সময় বর্তমান, বিগত, অনাগত এবং নিরবধি কাল নিয়ে গঠিত। এখান থেকেই কবির ভিতরে আত্মপরিচয়ের পূর্ণতা আসে। কিন্তু একজন কবি বা লেখক প্রশ্নাতীত ভাবে ঐতিহ্যকে গ্রহণ বা বর্জন করেন না; গ্রহণ ও বর্জনের ভিতর দিয়ে তিনি ঐতিহ্যকে তাঁর সৃজনশীলতার অঙ্গীভূত করে নেন। তাই শঙ্খ ঘোষের কবিতায় একদিকে পাওয়া যায় চেতনাগত দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আবার পাশাপাশিভাবে পাওয়া যায় তিরিশের দশকের কবিদের। যেমন— জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে প্রমুখ। চল্লিশের দশকের রাজনীতি সচেতন কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখরা তাঁর কবিতা ভাবনা এবং মননবিকাশকে প্রভাবিত করেছেন। শঙ্খ ঘোষের কবিতায় তিরিশের দশকের কবিদের মতো সমাজ বিচ্ছিন্নতা, সমর সেনের মতো নাগরিকতার গ্লানি এবং প্রতিভা-মনীষার মিলনবিন্দু যেমন দেখা যায় ঠিক তেমনি চল্লিশের দশকের কবিদের সমাজ সচেতনতা ও রাজনীতি সচেতনতা যা তাঁকে পঞ্চাশের অন্য কবিদের থেকে স্বতন্ত্রতা দিয়েছে। একদিকে শব্দকে অতিক্রম করে শব্দাতীত তাৎপর্যে পৌঁছানো, অন্যদিকে বিশ্বের পটে খোঁজা— এই দু-এর এক মিলিত রূপ তাঁকে যেমন দিয়েছে স্বতন্ত্রতা তেমনি দিয়েছে আত্মপরিচয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক মহীরুহ— তাঁর সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যের শিকড়-বাকড় শাখা-প্রশাখার মতো ব্যাপ্ত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা সমকালের নাগপাশে আবদ্ধ না হয়ে শাশ্বতের অভিমুখে নিরন্তর যাত্রা করেছে আর তাতে মিশে গেছে— খণ্ড-অখণ্ড; রূপ-অরূপ; ক্ষণকাল-চিরকাল; সীমা-অসীম; বস্তু-সত্তা; ব্যক্তিসমগ্র-বিশ্বসমগ্র। কবির বিশ্বাস সর্বশুভে— তাঁর আনন্দ-প্রেম একই সঙ্গে ব্যক্তিমুখী এবং বিশ্বমুখী। তিনি সত্য-শিব-সুন্দরের মধ্যে কোন বিরোধ দেখেন না— সমগ্রতার দ্যোতনাতেই কবির আস্থা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার অধিকাংশস্থলে খণ্ড-খণ্ড অভিজ্ঞতা একত্র হয়ে অখণ্ড-মিলন মুক্তির অভিজ্ঞতা হিসেবে ধরা দিয়েছে। দুঃখ-যন্ত্রণা-ব্যর্থতা-আঘাত যাবতীয় 'না'-এর পাহাড় 'হ্যাঁ'-এর বিশ্বাসে এসে প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি প্রবল সংশয় প্রশ্ন অন্তর্দ্বন্দ্ব সমাজভাবনা ও ব্যক্তি ভাবনার সুতীব্র সংঘাতও প্রগাঢ় ঐক্যবোধ এবং কল্যাণময় সামগ্রিক আস্তিক্যবুদ্ধিময় রূপে অঙ্কিত। সমস্ত ব্যাকুল কান্না পরম মমতাময় সমগ্রের মধ্য দিয়ে বিশ্বের

অর্থাৎ ব্যাপকতা ও সর্বজনীত্বের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। এরকম এক ভাস্বর শ্রেষ্ঠ প্রতিভার আত্মবিশ্বাস ও আত্মবিরোধ শঙ্খ ঘোষের যাপনে-কবিতায় সদা-বহমান— সময়ের প্রেক্ষিতে কালাতীতভাবে নতুন অর্থ সংযোগে। শঙ্খ ঘোষ প্রেম-সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি-জীবন সচেতন রোম্যান্টিক কবি। তাঁর কবিতায় হৃদ-যন্ত্রণা এবং দৃঢ়-প্রতিবাদ অর্থাৎ অন্তর্মুখী যন্ত্রণা এবং বহির্মুখী প্রতিবাদ সমান্তরালভাবে উপস্থিত— যা সমস্ত রকমের বিভ্রম-ব্যর্থতা-গ্লানি-শঠতা-মিথ্যাচার-হীনম্মন্যতা-অপমান থেকে শুদ্ধ উত্তাপের দিকে নিয়ে যায়। বাইরের সময়ের সঙ্গে নিজের প্রগাঢ় যোগ রেখে এক সত্তা আরেক সত্তাকে অর্থাৎ 'তুমি'কে, তার অপর 'আমি' নিয়ত খুঁজে চলেছে— সমকালীন নির্বিশেষ ক্ষোভ-বিক্ষোভ-ঘটনা-দুর্ঘটনার কথা বিশেষ এক উজ্জ্বল আত্মিক আলোর মুহূর্ত দ্বারা আবৃত। আত্মমুখী ভাষা ও পৃথিবীমুখী ভাষার সমন্বয়ে লিখলেন তৃতীয় সত্তার কবিতা। লোভ-আত্মকেন্দ্রিক ভোগবাদ-সুবিধাবাদী মানসিকতার বিপরীতে তাঁর কবিতা আত্মশক্তির কবিতা। এই আত্মশক্তি-আত্মসচেতনার ধ্বনি আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে— শঙ্খ ঘোষ সেই ঐতিহ্যকে, আত্মজাগরণকে পরম-যত্নে ধরেছেন তাঁর কলমে। অতএব, রবীন্দ্র-ঐতিহ্য শঙ্খ ঘোষের কবিতা আলোচনার ক্ষেত্রে অপরিহার্য সত্য হয়ে ওঠে।

তাঁর কবিতা প্রেম-প্রতিবাদ নীরবতা-নীরাময়ে অনন্য। তিনি আত্ম-অপমানে যেমন লজ্জিত, তেমনি আত্মঅহংকারেও— কবিতার পরতে-পরতে আত্মসমালোচনা। তবে নতুন-নতুন শব্দে নয়, শব্দের নতুন-নতুন অর্থে— বহুতল দ্যোতনায়। কবিতার বাইরে প্রহার-ক্রোধ-বিদ্রুপ-চাবুক কিন্তু ভেতরে গহন কান্না-ভালোবাসার মায়া এবং এক উজ্জ্বল আলো বর্তমান— যা নিয়ত ধাবমান লড়াইয়ের দিকে। পদে-পদে যে পরাভব, মুহূর্তে-মুহূর্তে যে বিয়োগ-বিপর্যয়-গ্লানি-ত্রাণহীনতা— সমস্ত অন্ধকারের উপস্থিতি স্বীকার করেও তিনি আলো-বিশ্বাসের, গভীরতম ভালোবাসার, বাঁচার। চল্লিশের দশকের প্রগাঢ় সমাজমনস্কতা ও প্রতিবাদী চেতনা শঙ্খ ঘোষের কবিতায় করুণায় গাঢ় হয়ে প্রকাশিত— নম্র, আন্তরিক, আত্মসমালোচিত। শঙ্খ ঘোষ প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকেই গূঢ় ও গাঢ়ভাবে সমাজসচেতন— ব্যক্তিগত উচ্চারণের ভেতরেও রয়েছে সামাজিক অভিজ্ঞতার প্রগাঢ় ছায়া। তিরিশের কবিদের ব্যক্তি-সমাজসচেতনতা বা চল্লিশের কবিদের সমাজ-রাজনীতি সচেতনতা তাঁর কবিতায় সমগ্র সত্তা মথিত করে উঠে এসেছে। অন্ধকার সময়ে তিনি যেন একা লণ্ঠনধারী, শূন্যতার ভেতরে জীবনের ঢেউ, জানু পেতে বসে প্রার্থনারত পূজারী—

> ''এই তো জানু পেতে বসেছি, পশ্চিম
> আজ বসন্তের শূন্য হাত—
> ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও
> আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।''[২]

—শঙ্খ ঘোষ তাঁর কবিতায় আপাত বিপরীত জীবনকথাসমূহকে বহুতলে, ব্যাপকতর বিন্যাসে

বিন্যস্ত করেছেন— তাতে হৃদয়-মেধা-জাদু-যুক্তি-রহস্য-স্বচ্ছতা-ব্যক্তি-সমাজ-ক্ষমতা-ক্ষোভ-নম্যতা-বিদ্রোহ-আসক্তি-বিদ্রুপ-অন্ধকার-আলো পরস্পর সম্পৃক্ত হয়ে ধাবিত হয়েছে সমগ্রের দিকে। এই সমগ্রতায় সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা নিয়তই ব্যস্ত 'হ্যাঁ'-এর খোঁজে কিন্তু 'বন্ধমোহ গতশ্বাস আলুথালু বাঁচা'— পৃথিবীকে অনেকদিন না দেখার আন্তরিক ব্যথা; যেখানে 'মায়ের কান্নায় মেয়ের রক্তের উষ্ণ হাহাকার মরে না—' 'কোমলতাগুলি' বিবর্ণপ্রায়, যেখানে 'ক্ষীণায়ু এই জীবন আমার ছিল শুধুই আগলে রাখা'! স্বীকার্য, তাঁর কবিতার বিষাদ-শূন্যতাকথা— তবে 'alienation' নয়, তিনি নিজে বিচ্ছিন্ন নন তাঁর কবিতায় বিচ্ছিন্নতার চিত্র অঙ্কিত আত্মযুক্তভাবে। বিষাদ-শূন্যতার কথা বাঁচার কথায় শেষ হয়। সমস্ত নেতির মধ্যে 'হ্যাঁ' দেখেন, বিশ্বাস করেন আলো 'আছে— আছে কিন্তু। হয়তো অল্প তবুও আছে।' সমস্ত পরাভব তাঁর কাছে এসে জয়ের যাত্রা পায় এবং সমস্ত গ্লানি-হিংসা-মারামারি-খুনোখুনি-'জীবন অন্ধকার করে দেওয়া' থেকে মুক্তির কথা ভাবেন— 'মুক্তি যে নেই, এতটা ভাবতে ইচ্ছে করে না'। প্রশ্ন হল— একজন কবি যখন 'হ্যাঁ', 'মুক্তি'-এর কথা ভাবেন তবে নিশ্চয়ই 'না', 'বন্ধন'— বিষাদঅন্ধকার কোথাও আছে। শঙ্খ ঘোষের কবিতাতে বিষাদ-অন্ধকার মূলত চারদিক থেকে আসা— প্রেমহীনতা থেকে অথবা পরস্পর পরস্পরের দূরত্ব থেকে, দেশভাগ থেকে, সমাজ-দেশ-কালের বিসংগতি থেকে এবং আত্মহীনতা থেকে। এই আবহের মধ্যে থেকেও তিনি লেখেন 'সমূহ প্রবাহ'-এর কথা, আলোময়-বেঁচে থাকার কথা—

> ''আমি আছি, এই শুধু। আমার কি কথা ছিল কোনো?
> যতদূর ফিরে চাই আদি থেকে উপান্ত অবধি
> কথা নয়, বাঁচা দিয়ে সমূহ প্রবাহ পাব বলে
> এই দুই চোখ ভিজিয়ে নিয়েছি অন্ধকারে।''[৩]

পঞ্চাশের দশকের কবি শঙ্খ ঘোষের সমকালীন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, বিনয় মজুমদার প্রমুখ বাংলা কবিতায় বলা চলে নতুনভাবে রক্ত সঞ্চার করেছেন। পঞ্চাশের অনেক কবিই ব্যক্তিগত জগৎকে কবিতার বিষয় করে তুলেছিলেন কিন্তু শঙ্খ ঘোষ ব্যক্তিকে দেখলেন দেশ-সময়-সমাজ তথা বিশ্বের পটে। সমাজ সচেতনতা ও রাজনীতি সচেতনতার দিক থেকে লক্ষ করা যায় শঙ্খ ঘোষের কবিতায় সমকালীন অনেক কবির মতো যৌনতার প্লাবন বা যৌনগন্ধী শব্দ ব্যবহার প্রায় নেই, নেই খিস্তি-গালিমালা। যখন মিডিয়া-বিজ্ঞাপন-বাণিজ্য-প্রচারে শব্দের চরম অবমূল্যায়ন হচ্ছে তখন শঙ্খ ঘোষের সমকালীন অনেক কবি 'চিৎকারের বিরুদ্ধে চিৎকার'— এই রীতি নিয়েছিল শব্দ ব্যবহারে কিন্তু শঙ্খ ঘোষ এমনভাবে তাঁর কবিতায় শব্দ তুলে এনেছেন যা যুগযন্ত্রণা তথা আত্মযন্ত্রণার ফসল হিসেবে রূপায়িত হয়েছে। শব্দের পবিত্র শিখার সন্ধানে শব্দকে নিয়ে গিয়েছেন শব্দাতীত তাৎপর্যের সাধনায়। সমকালীন কবিদের মতো তিনি মৌখিক ভাষা বা কথ্যবুলি ব্যবহার করে কবিতার ছন্দে এনেছেন বাক্‌স্পন্দ— পুনরাবৃত্তিহীন,

প্রগল্‌ভতাহীন। শঙ্খ ঘোষের কবিতা যেমন নিঃশব্দে লেখা তেমনি তাঁর কবিতা বহন করে নৈঃশব্দ-নীরবতা, খোঁজ করে অস্তিত্বের অর্থ— নিহিত অর্থ। 'দিনের রাতের জলভার'-এর গভীরতর অর্থ। তবে এই অর্থ খোঁজাতে তীব্রভাবে জড়িয়ে আছে প্রদেশের রাজনীতি-সমাজনীতি-অর্থনীতি। এইসবের সঙ্গে ভেতরে-ভেতরে জড়িয়ে আছে দেশ সমাজ ও ব্যক্তিমানুষের বিভিন্ন সংকট, আত্ম-যন্ত্রণার বহমান স্রোত। অন্যদিকে এই সময়ের বুকে দাঁড়িয়েও বুকে বেজে ওঠে শিকড়-ছিন্নের অসীম বেদনা, ভেজা পায়ে খুব সন্তর্পণে সাঁকো পেরোনোর ব্যথা। কেবলমাত্র এই নয়, গ্রামীণ আর নাগরিক জীবনের যে দূরত্ব তা উঠে আসে মোচড় দিয়ে। ভাষাহীন অথবা বাচাল সময়ের সমস্ত আবিলতা তাঁর কবিতায় রূপ পায় নিঃশব্দে নিহিত দ্যোতনায়। শঙ্খ ঘোষ ক্রোধ-ক্ষোভ-বিষাদ-যন্ত্রণা-নাগরিকতা-ঈশ্বরচেতনা সমস্ত কিছুকেই আত্মস্থ করে ব্যতিক্রমী। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ধরণে প্রেমের অথবা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মুদ্রায় বিষাদের প্রকাশক নন তিনি, হওয়ার কথাও নয়। তিনি একই সঙ্গে আত্মগত-সম্মেলন— ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ-দেশ-কালের, প্রেমের সঙ্গে ক্ষোভের, প্রতিবাদেরও। কালের সঙ্গে কালাতীতের তাৎপর্যে— প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকে সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ পর্যন্ত বিকশিত এবং বিস্তারিত। তাঁর কৃতিত্ব জগৎ ও জীবনকে ব্যক্তিহৃদয়ের সম্পর্কে বেঁধে প্রকাশের বেলায়, জীবনের মৌল সমস্যাগুলিকে নিয়ে জীবনের গভীরে নিয়ে গিয়ে ভাবায়, যা এই সময়ের কবিদের কবিতায় অতুলনীয়ভাবে কম।

> ''একদিন সে এসে পড়েছিল এই ভুল মানুষের অরণ্যে। হাতে তাদের গা ছুঁতে গিয়ে কর্কশ বল্কল লাগে বারে-বারে।
>
> আজ মনে হয় কেন সে গিয়েছিল। সে কি ভেবেছিল তার চিকন মোহ উদ্ভিন্ন করে দেবে অন্ধকারের শরীর? সে কি যেন মেঘলা জল কালো বনের মাথায়? প্রতিটি পাতা তার নন্দন বরণ করে নেবে সবুজ কৃতজ্ঞতায়? আঙুরের আভার মতো দৃষ্টি-ধুয়ে-দেওয়া প্রান্তবেলা?
>
> আজ মনে হয় কেন সে ভেবেছিল। সেই অরণ্যের মধ্যে সেও এক তামসী বৃক্ষ যে নয়, এই কি তার জীবন?
>
> জরাজটিল অরণ্যে তার ঠাঁই হলো না, ঠাঁই হলো না ভালোবাসার আকাশে। সে নেমে থাকল মধ্যপথের অজস্র শূন্যের মাঝখানে। নিঃসীম নিঃসঙ্গ শূন্যে কেঁপে উঠল হৃদয়, ভয়ে জমজম করতে থাকল তার রাত্রির মতো হৃদয়।

আর এই রাত্রি দুলছে নিঃশব্দ বাদুড়ের মতো তাকে ঘিরে। চোখে পড়ে তারই নিরন্ত কালোয় অন্ধ অরণ্যের মূঢ় গর্জন, 'তাকে ঢেকে দাও' 'তাকে ঢেকে দাও' রব করতে-করতে ছিটকে বেড়ালো' এধার থেকে ওধার, খসে-পড়া নক্ষত্র বেজে রইল বুকের মাঝখানে, 'তাকে চোখ দাও' 'তাকে চোখ দাও' বলতে-বলতে সীমানাহীন ভয়ে তার চোখ ঢাকল দু-হাতে।

আজ তুমি, যে-তুমি অপমান আর বর্জনের নিত্য পাওয়া নিয়ে তবুও মুঠোয় ধরেছ আমাকে, আমাকেই, আমাকে

সেই তুমি আমার অন্ধ দু-চোখ খুলে দাও, যেন সইতে পারি এই পৃথুলা পৃথিবী, এই বিপুলা পৃথিবী, বিপুলা পৃথিবী...''[৪]

—গভীর বেদনা, আত্মসমালোচনা এবং মমতাময়ী শান্তির আকাঙ্ক্ষা যে কবির কবিতার পরতে পরতে; সমকালীন সমস্ত পরাভব, আত্মসংকীর্ণতা অস্তিত্বের কান্না-সংকট এবং প্রলোভন, অহং ও আত্মতৃপ্তির মায়াজাল থেকে যে কবির কবিতা নিয়ে যায় এক আলোক-উজ্জ্বল ভবিষ্যের দিকে, নিরহং আমির দিকে— সেই কবির 'প্রবন্ধে' অর্থাৎ 'স্মৃতিলেখা', 'লেখাজীবন', 'কবিতাকথা', 'শিল্পসাহিত্য', 'রবীন্দ্রনাথ' ও 'অন্যান্য' বিষয়ক লেখায় তিনি একজন সম মৌলিক ও স্বতন্ত্র মানুষ।

অনুবাদক হিসেবেও শঙ্খ ঘোষ দেশ, সমাজ, রাজনীতি, মানুষ-মানবতা-ভালোবাসা সচেতন। তাঁর সকল অনুবাদকর্মে জীবন এবং ঐতিহ্যের সামগ্রিক বোধ পরিষ্কার হয় এবং ধরা পড়ে কবিমানসের মিল। অনুবাদ করতে গিয়ে তাঁর যে নির্বাচন তাতে 'মন্থর পুনরাবৃত্তি'-এর আয়োজন নেই, বরং আছে মানবতাবাদী মনের নিঃংশয় প্রকাশ। মৌল স্বভাব বিসর্জন নয়, বিপরীতে গিয়েও সমগ্রের খোঁজে ধাবমান এবং সমস্ত গণ্ডি ভেঙে ভেঙে প্রবেশ করেন জীবন ও ঐতিহ্যের মধ্যে, সমগ্র বিশ্বের মানুষসাধারণস্থানে। অনুবাদক শঙ্খ ঘোষ জোরের অথবা ফরমায়েশের অনুবাদক নন, তিনি হৃদ্য-টানের অথবা আন্তরিক অনুবাদক অর্থাৎ 'অনুবাদ আমাকে করতেই হতো'-এর। স্বীকারোক্তি অপরিহার্য যে, আর সেই অনুবাদে মূলের পাশাপাশি নিজের ভাষার স্ফুরণময় পাঠযোগ্যতার সঙ্গে মৌলিক সত্তার যোগ ঘটান। তবে শিল্পময়-সত্য উচ্চারণের কবি অনুবাদকের ভূমিকাতেও সেই সত্তারই প্রকাশক— তাঁর অনূদিত কবিতাসকল মূলত মানব-প্রেম-প্রতিবাদ কেন্দ্রিক অনাটকীয় এবং অন্যান্য অনুবাদেও অনন্য।

এই কবির ছন্দ-বোধ, ভাষা ব্যবহার, চিত্রকল্প তৈরি পরিমিতি জ্ঞান, ইতিহাসচেতনা, জীবনভাবনা জড়িত। তিনি তাঁর কবিতায় দুই শব্দের মধ্যর্তী বাক্-স্পন্দ যেমন বিজরিত করে

নেন তেমনি চিত্রকল্পে থাকে আসক্তি-অনাসক্তির যৌথতায় জীবনের নিকটবর্তী প্রেম-প্রতিবাদ-ভালোবাসা।

> ''কী নিয়ে লেখা হবে কবিতা? আমার বাইরের পৃথিবী নিয়ে? না কি আমারই ব্যক্তিগত জগৎ নিয়ে? এই ছিল তর্ক, দেশবিদেশের বহুকালের পুরোনো তর্ক। কিন্তু এই দুই কি ভিন্ন না কি? এই দুইয়ের মধ্যে নিরন্তর যাওয়া-আসা করেই কি বেঁচে নেই মানুষ? তার থেকেই কি প্রতিমুহূর্তে তৈরি হয়ে উঠছে না একটা তৃতীয় সত্তা?...
>
> আমারও তেমনি এক টুকরো থেকে অন্য টুকরোয় অবিরাম যাওয়া, পা তোলা পা ফেলার মতো এক কবিতা থেকে আরেক কবিতায় পৌঁছনো।''[৫]

শঙ্খ ঘোষ তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিভাসম্পন্ন কবি। তাঁর কবিতায় যে জীবনবীক্ষা-বিশ্ববীক্ষা উপস্থিত তা কোন বিমূর্ত আকাশলীন ভাবাদর্শ নয়। তাঁর ভাষায় 'বাইরের দিকে মুখ করা' এবং 'ভিতরের দিকে মুখ ঘোরানো' অর্থাৎ প্রাণময় ব্যক্তির বাস্তবের মূল থেকেই তা উদ্ভূত এবং এই ব্যক্তি কোন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি নয়, বৃহত্তর সমগ্রের অংশ। তাই তাঁর কবিতায় আছে কালগত তাৎপর্য, শিল্পগত আধুনিকতা, সচেতন মানবিক হৃদয়বত্তা ও যুগগত মননধর্মিতা। 'কী নিয়ে লেখা হবে কবিতা?'— এই ভাবনাই তাঁকে বাইরের পৃথিবী ও ব্যক্তিগত জগৎ-এর দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে তৃতীয় সত্তার নিকটে নিয়ে আসে অর্থাৎ 'এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল'-এর কবিতায়। এই কবিতায় দেশব্যাপী যন্ত্রণার সঙ্গে নিজের জন্ম জেগে ওঠা আবরণহীন ভালোবাসার বিপুল উত্থান ও চরাচরব্যাপী বিষণ্ণতার কথা আবেগ-মনন-বোধ সমন্বয়ে লিখিত।

দ্বিখণ্ডিত দেশ, দৃষ্টিহীন বধির সমাজের সব কম্পন তিনি ধরতে চান এবং তার মধ্যেই আত্মপরিচয়ের অন্বেষণ করেন। দেশ ভাবনার সঙ্গে মিশে যায় তাঁর আত্মসন্ধানের ভাবনা। কারণ দেশের শক্তির পূর্ণ প্রকাশের মধ্য দিয়ে দেশের মানুষের শক্তির পূর্ণ প্রকাশ ঘটে। তাই দেশের চৈতন্যের মধ্যে জীবন যাপনের সবকিছুর সঙ্গে মিলিত হয়ে দেশ সমাজের পরিচয়কে সত্তায় গ্রহণ করে, দেশজ পুরাণের মধ্যে শঙ্খ ঘোষ আত্মপরিচয় খুঁজে পান। এই আত্মপরিচয় খুঁজে পাওয়াই তাঁকে অসহায়, বঞ্চিত, বাঁচার সংগ্রামে লিপ্ত, নির্যাতিত মানুষের কথা লিখতে প্রেরণা দেয়, আত্মীয়তা এনে দেয় অবহেলিত মানুষের সঙ্গে। রাষ্ট্রের, সমাজের মেকি মিথ্যাময় জগতের মুখোশ টেনে খুলে সাহস করে সত্যি কথা বলতে শেখায়।

শঙ্খ ঘোষের কবিতা মানুষের জন্য এবং মানুষকে নিয়ে তাই তাঁর কবিতা জীবনকে প্রকাশ করে। বোধ বুদ্ধি আর আবেগের সমন্বয়ে প্রকাশ করে আমাদের ভালোবাসা-দুঃখ-পূর্ণতা বা অপূর্ণতা। যিনি কবি তিনি বাঁচতে চান, সবাইকে বাঁচার কথা বলতে চান। অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের বন্ধন স্থাপন করেছেন এবং তার মধ্যে মানবস্বরূপ-সমাজ স্বরূপ আবিষ্কার করেছেন। সমগ্রের সঙ্গে মিলিয়ে

এই বাঁচার কথাই বলেন শঙ্খ ঘোষ তাঁর কবিতায়— তিনি বুকে জমে রাখা পাথর সরাতে চান, তাই তাঁর কবিতা হয়ে ওঠে বাঁচার মন্ত্র, 'বাবরের প্রার্থনা'—

''এই পরাভব, এই গ্লানি
সে তো আমারই কৃত্যের ফল জানি
তবু তারই মাঝখানে তোমার শপথকথা ভাবি
তোমার সে-উচ্ছলতা তোমার দ্যুতির কথা ভাবি।

সে-দ্যুতিতে কখনো-বা লেগে ছিল অপ্রতিভ ছটা
দ্বিধায় ভেঙেছে কিছু কথা
কখনো-বা অনর্গল স্রোতের ভিতর
বিষাদের হাসি মাখা পূর্বগামী ছায়া ছিল ট্র্যাজেডিতে লীন।

সেই ট্র্যাজেডির থেকে কুমার তোমার শেষ স্বর
জলীয় আভাসে আজ ভাসে :
'তবুও দেখবেন—
নিশ্চিত জানবেন মনে মনে—
যদি কেউ পারে তবে সমস্ত বিরোধ ভেঙে আমরাই তা পারব একদিন।''[৬]

তাঁর সৃষ্টিশীল বহুমুখী প্রতিভা-আত্মপ্রকাশকে একটি আধারে সুসংদ্ধ করাই এই গবেষণা কর্মের মূল উদ্দেশ্য।

তথ্যসূত্র:

১. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৩৮৭, ষষ্ঠ সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪১৬, পৃ. ৩২, ৩৩।

২. তদেব : পৃ. ১৩৭।

৩. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯৭, চতুর্থ সংস্করণ বৈশাখ ১৪১৪, পৃ. ১৮।

৪. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৮৭, ষষ্ঠ সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪১৬, পৃ. ৬৩।

৫. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতার মুহূর্ত, অনুষ্টুপ, ২ই, নবীন কুণ্ডু লেন, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৮৭, পঞ্চম মুদ্রণ জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ১৫, ১৬।

৬. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ২৯৩।